কালরাত্রি ২৬শে মার্চ

পূবের দিকে মিষ্টি মধুর এক মায়াময় দেশ ছিল,
সেই দেশেতে কামার-কুমোর জেলে-তাঁতি বেশ ছিল।
বারো মাসের তেরো পাবণ, টাক ডুমাডুম ঢাক ছিল,
লক্ষ বনলতা সেনের চোখে নীড়ের ডাক ছিল।
কদম-কেয়া শাপলা-শালুক দোয়েল-কোয়েল শিস্ ছিল,
জামাত নামে ওৎ পাতা এক কালনাগিনীর বিষ ছিল।

পাক নামে এক অশ্বডিম্ব দেশ বানাবার হাঁক ছিল,
পাকের ভেতর নাপাক কিছু শুভংকরের ফাঁক ছিল।
ওরা যতই ভরা পেটে আনন্দে গান গাচ্ছিল,
এরা ততই ক্ষুধায় শীর্ণ, খুদ ও কুঁড়ো খাচ্ছিল।
পশ্চিমেতে সুখের প্রাসাদ, পুর্বের ফুটপাত ছিল,
অপমানের অসম্মানের জঘন্য উৎপাত ছিল।
ওদের পকেট ভরল যত, এদের ততই কম ছিল,
পাপের এবং ফাঁকির খাতায় অনেক দেনাই জমছিল।
চিন্তা-কথা-কাজে যে তার ষোল আনাই ছল ছিল,
ইসলামি ভেক-এর আড়ালে অস্ত্রসজ্জা চলছিল।

একাত্তরের বিস্ফোরণে দোয়েল-কোয়েল পুড়ছিল,
আকাশ ছেয়ে জামাত-নাপাক কালশকুনী উড়ছিল।
চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ ফুলের কলি ঝরছিল,
লক্ষ নিরপরাধ মানুষ গুলি খেয়ে মরছিল।
লক্ষ লক্ষ ধর্ষিতা মা, ধর্ষিতা বোন কাঁদছিল,
চতুর্দিকে শুধুই রক্ত, লাশ ও আর্তনাদ ছিল।
এ কর্মকেই জামাত ‘‘ইবাদত’’ যে মনে করছিল,
‘‘নামাজ’’ পড়ে হত্যা, হত্যা করে ‘‘নামাজ’’ পড়ছিল।

এসব মীরজাফরের প্রতি খোদার অভিশাপ ছিল,
সেই সাথে এক বজ্রকণ্ঠে আকাশ-বাতাস কাঁপছিল।
বিশাল বিপুল তূর্য্য হাতে বিশাল বিপুল শেখ ছিল,
বিস্ময়ে সব বিশ্ববাসী মুগ্ধ চোখে দেখছিল।
জাতির মাথায় হীরের মুকুট তাজউদ্দিন তাজ ছিল,
তাজের হাতেই উথাল-পাথাল প্রলয় শংখ বাজছিল।
মুক্তি সুখের উৎসবে দেশ মৃত্যু-ঝুঁকি নিচ্ছিল,
ষোলই ডিসেম্বর সুদুরে মিষ্টি উঁকি দিচ্ছিল।

যে দেখেনি বুঝবে না সে, এমনি কেয়ামত ছিল,
অবশেষে জামাত, নাপাক-সেনার নাকে খৎ ছিল।

সে সব স্মৃতির অনেক ওজন, ভাবিস নে তুই পল্‌কা সে,
অভ্রভেদী সে জাতকে আজ দেখলে চোখে জল আসে॥

ফতেমোল্লা
৭ ই মার্চ, ৩৬ মুক্তিসন (২০০৬)।